জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি বাস্তবায়ন গাইডলাইন

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০২৫ অনুযায়ী সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ২০% এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ৩০% নবায়নযোগ্য উৎস থেকে পূরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। বর্তমানে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের মাত্র ৫.৬% (১,৫৬৩.৭ মেগাওয়াট) সৌর বিদ্যুৎ থেকে উৎপাদিত হচ্ছে, যা প্রতিবেশি দেশগুলোর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। অপরদিকে, বর্তমানে দেশের প্রায় ৫৬% বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে, যার মজুদ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে অগ্রাধিকার দেয়ার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ **'জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি'** প্রণয়ন করেছে।

এই কর্মসূচি ২৯/০৬/২০২৫ তারিখে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এর আওতায় সারা দেশে ২০০০-৩০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করে ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে এবং সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি, পিজিবি পিএলসি, স্রেডা, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সাথে প্রয়োজনীয় পরামর্শ করা হয়েছে। 'জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি' সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ এবং বিদ্যুৎ বিভাগের সংস্থা/কোম্পানির নিজ নিজ কার্যক্রম/দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে এই গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে উদ্যোগ অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

উদ্যোগ ক (সরকারি দপ্তর): এই উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান[১] সরকারের অর্থায়নে এর নিজস্ব ভবনের ছাদে (ভাড়া করা স্থাপনা ব্যতীত) সোলার প্যানেল স্থাপন করবে। তবে সরকার নিয়ন্ত্রিত যে সকল প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির নিজস্ব আয় আছে, তারা নিজ উদ্যোগে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন করবে এবং নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় ও বিদ্যুৎ বিভাগকে অবহিত করবে।

উদ্যোগ 'ক' বাস্তবায়নের ধাপসমূহঃ

১) প্রত্যেক দপ্তর তার আওতাধীন নিজস্ব ভবনের (ভাড়া করা স্থাপনা ব্যতীত) ছাদের ক্ষেত্রফল (বর্গফুট) সঠিকভাবে পরিমাপ করবে।

২) বিদ্যুৎ বিভাগের ওয়েবসাইটে (https://powerdivision.gov.bd/) প্রকাশিত 'রুফটপ সোলার ক্যালকুলেটর' ট্যাবে প্রবেশ করে শুধুমাত্র নিজ অফিস ভবন/ভবনসমূহের ছাদের ক্ষেত্রফল এপ্লিকেশনের নির্ধারিত স্থানে উল্লেখ করলে, এই এপ্লিকেশন সেই অফিসে উৎপাদনযোগ্য বিদ্যুতের পরিমাণ, সিস্টেম স্থাপনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, প্রাক্কলিত মূল্য, দরপত্র দলিল ইত্যাদি প্রকাশ করবে। প্রাপ্ত প্রাক্কলিত মূল্য ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি সংরক্ষণ করতে হবে।

[১] মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন সকল স্বাস্থ্য স্থাপনা ব্যতীত।

৩) নেট মিটারিং সংযোগের জন্য অনলাইনে (https://nem.powerdivision.gov.bd/) প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করে সরকারি প্রতিষ্ঠানকে আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রত্যেক সরকারি প্রতিষ্ঠান তার সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির হটলাইন নম্বর (পরিপত্রে উল্লেখিত)/ স্থানীয় কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারে। প্রাথমিক আবেদন দাখিলের পর সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কারিগরি দিক পর্যালোচনা করে ৭ (সাত) দিবসের মধ্যে অনুমোদন প্রদান করবে। যদি কোন কারণে আবেদন নামঞ্জুর হয় তবে একই অনলাইন সিস্টেমে রিভিউ আবেদন করা যাবে। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি, রিভিউ আবেদন ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে। আবেদন গৃহীত হলে আবেদনকারীর ইমেইলে একটি নিশ্চিতকরণ বার্তা যাবে, যা সংরক্ষণ করতে হবে।

৪) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান **নিজ ভবনের স্থায়িত্ব বিবেচনাপূর্বক** (ভবন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরামর্শ করে) এপ্লিকেশন থেকে প্রাপ্ত প্রাক্কলিত মূল্য এবং নেট মিটারিং সংযোগ আবেদন অনুমোদনের ইমেইল বার্তা নিম্নোক্ত ছকসহ অর্থ বরাদ্দের জন্য স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করবে।

<table>
<tr><td colspan="5">(ক) প্রতিষ্ঠান এর নাম ও ঠিকানা
(খ) প্রতিষ্ঠান এর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, পদবী ও মোবাইল নাম্বার
(গ) সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির নাম
(গ) প্রতিষ্ঠান এর নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় এর নাম</td></tr>
<tr><td>ছাদের ক্ষেত্রফল (বর্গ ফুট)</td><td>অনুমোদিত/চুক্তিবদ্ধ লোড (কিলোওয়াট) (বিদ্যুৎ বিল এ পাওয়া যাবে)</td><td>সিস্টেমের ক্ষমতা (কিলোওয়াট)</td><td>সিস্টেম এর প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)</td><td>আনুমানিক মাসিক সাশ্রয় (টাকা)</td></tr>
<tr><td>১</td><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td><td>৫</td></tr>
<tr><td colspan="5">(এই সকল তথ্যাদি ‘রুফটপ সোলার ক্যালকুলেটর’ ওয়েব এপ্লিকেশন থেকে পাওয়া যাবে)</td></tr>
</table>

৫) প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের চাহিদা একত্রিত করে নিম্নোক্ত ছক অনুসারে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করবে:

<table>
<tr><td colspan="7">(ক) মন্ত্রণালয়ের নাম
(খ) মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, পদবী ও মোবাইল নাম্বার</td></tr>
<tr><td>অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা</td><td>সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/ কোম্পানির নাম</td><td>ছাদের ক্ষেত্রফল (বর্গ ফুট)</td><td>অনুমোদিত/চুক্তিবদ্ধ লোড (কিলোওয়াট)</td><td>সিস্টেমের ক্ষমতা (কিলোওয়াট)</td><td>সিস্টেমের প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)</td><td>আনুমানিক মাসিক সাশ্রয় (টাকা)</td></tr>
<tr><td>১</td><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td><td>৫</td><td>৬</td><td>৭</td></tr>
<tr><td>মোট প্রতিষ্ঠান</td><td></td><td>মোট</td><td>মোট</td><td>মোট</td><td>মোট</td><td>মোট</td></tr>
</table>

৬) বিদ্যুৎ বিভাগ একটি যাচাই কমিটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য সুপারিশসহ অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে।

৭) অর্থ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগের সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে সরাসরি অর্থ বরাদ্দ করবে।

৮) প্রত্যেক মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ তার অধীনস্থ দপ্তরসমূহে চাহিদা অনুযায়ী বিভাজন করবে।

৯) মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দ প্রাপ্তির পর স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপনের জন্য দরপত্র আহ্বান করবে। তবে একই মন্ত্রণালয়ের অধীন জেলা পর্যায়ের একটি কার্যালয় থেকে ঐ জেলার সকল দপ্তরের দরপত্র একত্রে আহ্বান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় থেকে জেলা পর্যায়ে একত্রে বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রত্যেক মন্ত্রণালয় নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১০) উদ্যোগ 'ক' নেট মিটারিং গাইডলাইন-২০২৫ অনুসারে CAPEX মডেলে বাস্তবায়িত হবে। CAPEX মডেল বলতে বোঝায় যে পদ্ধতিতে গ্রাহক নিজস্ব বিনিয়োগে এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি সিস্টেম স্থাপন করে নেট মিটারিং এর আওতায় সুবিধা ভোগ করেন।

১১) নেট মিটারিং গাইডলাইন-২০২৫ অনুযায়ী একজন গ্রাহক তার অনুমোদিত লোডের এর চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে উৎপাদন করতে পারেন না। সে অনুযায়ী উদ্যোগ 'ক' এর আওতায় গ্রাহকের অনুমোদিত লোড এবং ছাদের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ওয়েব এপ্লিকেশন থেকে প্রাপ্ত সিস্টেমের ক্ষমতার মধ্যে **যার মান কম** সে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

১২) যদি কোন সরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের প্রাক্কলিত সিস্টেমের ক্ষমতা, অনুমোদিত লোড এর চেয়ে বেশি হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান সিস্টেম এর ক্ষমতা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনে আগ্রহী হয় তবে সেই প্রতিষ্ঠানকে তার সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির নিকট আলাদাভাবে আবেদন করতে হবে। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/ কোম্পানি আবেদন যাচাই করে যৌক্তিক মনে করলে, মতামতের জন্য 'জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি বাস্তবায়নে গ্রিড স্ট্যাবিলিটি সংক্রান্ত কমিটি'র নিকট প্রেরণ করবে। কমিটির সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে বিদ্যুৎ বিভাগ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

১৩) প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম জেলার মাসিক "জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি"র সভায় উপস্থাপন করবে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক 'জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি' এর প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসে বিদ্যুৎ বিভাগকে ডি-নথিতে অবহিত করবে। বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক 'জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি' বাস্তবায়নে গঠিত সমন্বয় কমিটি এই তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

১৪) বিদ্যুৎ বিভাগের ওয়েবসাইটে 'রুফটপ সোলার ক্যালকুলেটর' শীর্ষক ট্যাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা অনুযায়ী প্রযোজ্য দরপত্র আহ্বানের দলিলাদি সংযুক্ত রয়েছে। তবে, স্থানভেদে বাস্তবতা বিবেচনায় কোন পরিবর্তন আবশ্যিক হলে, 'জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি' বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট জেলা কারিগরি ও সমন্বয় কমিটি বিষয়টি পর্যালোচনা করে পিপিআর অনুসরণপূর্বক তা পরিবর্তন করতে পারবে।

১৫) রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে গুণগত মান কঠোরভাবে বজায় রাখতে হবে (স্রেডার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের বিডিএস এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী)।

১৬) জেলা পর্যায়ে 'জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি' বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি জেলা কারিগরি ও সমন্বয় কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে একটি উপজেলা কারিগরি ও সমন্বয় কমিটি থাকবে। উল্লিখিত কমিটির সদস্য সচিব হবেন সংশ্লিষ্ট জেলা এবং উপজেলায় যে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির গ্রাহক বেশি সেই সংস্থা/কোম্পানির যথাক্রমে জেলা ও উপজেলা প্রধান। জেলা ও

উপজেলায় একাধিক বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি থাকলে সেই প্রতিষ্ঠানের জেলা ও উপজেলা প্রধান যথাক্রমে জেলা ও উপজেলা কমিটির সদস্য হবেন।

১৭) যে প্রতিষ্ঠান রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন করবে সেই প্রতিষ্ঠান সিস্টেম এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

১৮) স্থাপিত সোলার সিস্টেমগুলো স্থাপনের প্রথম দুই বছর সংশ্লিষ্ট ইপিসি ঠিকাদার প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ (নিয়মিত বৈদ্যুতিক সংযোগ ও ক্যাবলিং পরীক্ষা, ইনভার্টার পর্যবেক্ষণ, মাউন্টিং স্ট্রাকচার পরিদর্শন, মিটার ক্যালিব্রেশন, প্যানেল পরিষ্কার, ছায়া অপসারণ) করবে এবং সিস্টেমের নিরাপত্তার জন্য বজ্রপাত নিরোধক যন্ত্র স্থাপন করবে। কোন যন্ত্রপাতি নষ্ট হলে ওয়ারেন্টি অনুযায়ী প্রতিস্থাপন করবে। দুই বছর পর থেকে বর্ণিত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম করবে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি এবং কোন মালামাল ওয়ারেন্টি পরবর্তী সময়ে নষ্ট হলে সিস্টেম স্থাপনকারী নিজ খরচে প্রতিস্থাপন করবে। বর্ণিত এ সকল সার্ভিস প্রদানের জন্য সিস্টেম স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎ এর ৫% সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির অনুকূলে সার্ভিস চার্জ হিসেবে প্রদেয় হবে।

১৯) বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি, ইপিসি ঠিকাদার এবং সিস্টেম স্থাপনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী উল্লেখপূর্বক একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

২০) বিদ্যুৎ বিভাগ একটি কারিগরি কমিটির মাধ্যমে 'জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি' এর উদ্যোগ 'ক' এর মাধ্যমে অর্জিত কার্বন ক্রেডিটের হিসাব সংরক্ষণ করবে এবং প্রণীতব্য একটি নীতিমালার আওতায় প্রাপ্য তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।

২১) সিস্টেম স্থাপনের পর সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতি মাসে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী তার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগে ডি-নথি/ইমেইল এর মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে। সকল প্রতিবেদন একত্রিত করে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে এবং বিদ্যুৎ বিভাগকে অবগত করবে।

(ক) প্রতিষ্ঠান এর নাম (খ) মাস, বছর	
রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপনের আগে গড় বিদ্যুৎ বিল (সর্বশেষ এক বছরের গড়) (টাকা)	
উল্লিখিত মাসে সোলার সিস্টেম থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট/ঘন্টা)	
উল্লিখিত মাসে বিদ্যুৎ বিল (টাকা)	
উল্লিখিত মাসে সাশ্রয় (টাকা)	

২২) সরকারি বিনিয়োগের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক তার অধীনস্থ কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপনকারী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে সিস্টেম সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও সচল রাখার স্বার্থে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। তিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

২৩) 'জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি' সংশ্লিষ্ট সকল পত্র যোগাযোগ বা প্রাক্কলন/প্রতিবেদন যথাসম্ভব কাগজের ব্যবহার সীমিত করে ইমেইল/ডি-নথির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করার অনুরোধ করা হলো।

<u>উদ্যোগ 'খ' (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য স্থাপনা)</u>: এই উদ্যোগের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন সকল স্বাস্থ্য স্থাপনা এবং অন্য কোন আগ্রহী সরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাদে সম্মিলিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একক) দরপত্রের মাধ্যমে রুফটপ সোলার স্থাপন করা যাবে।

এ পদ্ধতিতে যে কোন প্রতিষ্ঠান নিজ ছাদের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উৎপাদিত ও ব্যবহৃত বিদ্যুৎ সমন্বয় করে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি বিল প্রদান করবে। ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হবে।

সকল ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা-কোম্পানি/এনজিও/বেসরকারি সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা স্বাস্থ্য স্থাপনা একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। চুক্তিতে সরবরাহকৃত সোলার সিস্টেমের গুনগত মান, ওয়ারেন্টি, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা ও পারস্পরিক সুবিধার বিষয়ে উল্লেখ থাকবে। বিদ্যুৎ বিভাগ এ ধরনের চুক্তির খসড়া সরবরাহ করবে। জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের প্রতিনিধিত্বকারী এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

সৌরবিদ্যুৎ সিস্টেমগুলো ব্যাটারিবিহীন ও গ্রীডে সংযুক্ত হবে। তবে চাহিদার ভিত্তিতে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য স্থাপনায় ব্যাটারি যুক্ত হতে পারে। বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি/সংস্থা একক বা এনজিও/বেসরকারি বিনিয়োগকারীর সঙ্গে যৌথভাবে বা এনজিও/বেসরকারি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান একক বিনিয়োগের মাধ্যমে পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করবে। চারটি মডেলের মাধ্যমে এই উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়ন করা যাবেঃ

- মডেল ১: Utility OpEx Model (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছাদ এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির অর্থায়ন)
- মডেল ২: Public-Private Investment Sharing (PPIS) Model (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছাদ, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি এবং নির্দিষ্ট শেয়ারে বিনিয়োগকারীর অর্থায়ন)
- মডেল ৩: Third Party OpEx Model (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছাদ, বেসরকারি বিনিয়োগকারীর অর্থায়ন এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির ব্যবস্থাপনা)
- মডেল ৪: General OpEx Model (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান একক/সম্মিলিতভাবে দরপত্র আহ্বান করবে)

মডেল ১: Utility OpEx Model (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছাদ এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির অর্থায়ন)

এই মডেলে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি নিজেই বিনিয়োগ করে রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন করবে। উক্ত সোলার সিস্টেমের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির নিজস্ব তত্ত্বাবধানে হবে। এই মডেল বাস্তবায়নে স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কোন আর্থিক ব্যয় হবে না। সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০২৫ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে ইপিসিসহ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন ঠিকাদার নিয়োগ করে এই মডেল বাস্তবায়ন করবে।

যথাযথ বিধিবিধান অনুসরণ করে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি; বাংলাদেশ ব্যাংক, ইডকল, বিআইএফএফএল, BERC সহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

১। প্রকল্প বাস্তবায়নে দরপত্র দলিল/চুক্তিতে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

i. বিবেচ্য মডেলে স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সোলার সিস্টেম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সকল ব্যয় বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি বহন করবে।

ii. চুক্তির মেয়াদকালীন কোন যন্ত্রপাতির পরিবর্তন প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি পরিবর্তনজনিত সকল ব্যয় বহন করবে।

iii. সিস্টেম স্থাপন ও বিতরণ ইউটিলিটির নেটওয়ার্কের সঙ্গে ইন্টিগ্রেশন করতে বিদ্যমান নেটওয়ার্কের কোন পরিবর্তন বা সংস্কারের প্রয়োজন হলে তা বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি নিজ খরচে ও উদ্যোগে সম্পন্ন করবে।

iv. স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছাদের আয়তন অনুযায়ী ঐ প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত লোডের চেয়ে বেশি ক্ষমতার সোলার সিস্টেম স্থাপন করা যাবে।

v. মডেলটি আর্থিক ও কারিগরিভাবে টেকসই করার জন্য কয়েকটি স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/হাসপাতাল/ মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে উপজেলাভিত্তিক ন্যূনতম ০১(এক) মেগাওয়াটের প্যাকেজ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ খরচে ও বাস্তবতার নিরিখে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাদের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করে সিস্টেমের সাইজ ও ডিজাইন চূড়ান্ত করবে।

vi. সিস্টেমের চুক্তি প্রাথমিকভাবে ২০ বছর হবে। পরবর্তীতে বিতরণ ইউটিলিটি আলোচনা সাপেক্ষে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

vii. চুক্তি বাতিলের জন্য Exclusion Charge প্রদান সাপেক্ষে সকল পক্ষের মধ্যস্থতায় চুক্তির অবসান করা যাবে। সেক্ষেত্রে চুক্তিতে/দরপত্রে Exclusion Charge এর পরিমাণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

viii. যে প্রতিষ্ঠানে রুফটপ সোলার স্থাপন করা হবে সেই প্রতিষ্ঠান সিস্টেম এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা প্রয়োজনে সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার করার জন্য পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে তৃতীয় পক্ষ নিয়োগ করতে পারবে। চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ix. সিস্টেম থেকে সম্ভাব্য কার্বন ক্রেডিট অর্জনে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান কার্বন ক্রেডিট থেকে অর্জিত অর্থের অংশ পাবে। বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রণীতব্য একটি নীতিমালার আওতায় প্রাপ্য কার্বন তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।

x. বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি এবং যে প্রতিষ্ঠানের ছাদ তাদের মধ্যে সম্পাদিতব্য চুক্তিতে বিদ্যুৎ এর ট্যারিফ এবং ছাদ ভাড়া সংক্রান্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

xi. চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হওয়ার পর যদি কোন প্রতিষ্ঠান উক্ত সিস্টেমে যুক্ত হতে চায়, তবে চুক্তিবদ্ধ সকল পক্ষের যথাযথ অনুমোদনক্রমে এই অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যাবে।

xii. এ মডেল বাস্তবায়নে যে কোন ধরনের অস্পষ্টতা/বিরোধ থাকলে উপজেলা বা জেলা পর্যায়ের কারিগরি ও সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে তা সমাধান করতে হবে। কোন কারণে এই কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে, কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সহযোগিতায় বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

মডেল ২: Public-Private Investment Sharing (PPIS) Model (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছাদ, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি এবং নির্দিষ্ট শেয়ারে বিনিয়োগকারীর অর্থায়ন)

এই মডেলে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি, যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণ করে অপর এক/একাধিক বিনিয়োগকারী নির্বাচনপূর্বক নির্দিষ্ট শেয়ারে যৌথভাবে বিনিয়োগ করে রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন করবে। উক্ত সোলার সিস্টেমের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণসহ সকল ব্যয় চুক্তি অনুযায়ী যৌথ বিনিয়োগ তহবিল হতে নির্বাহ করা হবে। এই মডেলে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০২৫ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ করে বাস্তবায়ন করবে। এ মডেল বাস্তবায়নে স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কোন আর্থিক ব্যয় হবে না।

১। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

i. এ মডেলে স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান -এ সোলার সিস্টেম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ব্যয় চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি ও অপর বিনিয়োগকারী বহন করবে।

ii. এই সিস্টেম হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রথমত স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হবে এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরাসরি সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির নেটওয়ার্কে সরবরাহ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের উৎপাদিত বিদ্যুতের ট্যারিফ (ভ্যাট-ট্যাক্স ব্যতীত) বাল্ক ট্যারিফ হবে, যা সর্বোচ্চ ৮.৮৯ টাকা (বর্তমান ডেসকো এর বাল্ক ট্যারিফ+হুইলিং চার্জ) এর বেশি হবে না। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাভুক্ত এলাকার জন্য ট্যারিফ = বিআরইবির বাল্ক ট্যারিফ + হুইলিং চার্জ।

iii. সিস্টেম স্থাপন ও বিতরণ ইউটিলিটির নেটওয়ার্কের সঙ্গে ইন্টিগ্রেশন করতে বিদ্যমান নেটওয়ার্কের কোন পরিবর্তন বা সংস্কারের প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির উদ্যোগে যৌথ বিনিয়োগ তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহ করবে।

iv. চুক্তি মেয়াদকালীন কোন যন্ত্রপাতির পরিবর্তন প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি যৌথ বিনিয়োগ তহবিল থেকে এ সকল ব্যয় নির্বাহ করবে। এ বিষয়টি চুক্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

v. স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছাদের আয়তন বেশি থাকলে অনুমোদিত লোডের তুলনায় অধিক ক্ষমতার সোলার সিস্টেম স্থাপন করা যাবে।

vi. মডেলটি আর্থিক ও কারিগরিভাবে টেকসই করার জন্য কয়েকটি স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/হাসপাতাল/ মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে ন্যূনতম ০১(এক) মেগাওয়াটের প্যাকেজ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ খরচে বাস্তবতার নিরিখে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাদের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করে সিস্টেমের সাইজ ও ডিজাইন চূড়ান্ত করবে।

xiii. সিস্টেমের চুক্তি প্রাথমিকভাবে ২০ বছর হবে। পরবর্তীতে বিতরণ ইউটিলিটি আলোচনা সাপেক্ষে করণীয় নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

xiv. চুক্তি বাতিলের জন্য Exclusion Charge প্রদান সাপেক্ষে সকল পক্ষের মধ্যস্থতায় চুক্তির অবসান করা যাবে। সেক্ষেত্রে চুক্তিতে/দরপত্রে Exclusion Charge এর পরিমাণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

xv. এই সিস্টেম হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট বিতরণ ইউটিলিটি প্রথমে স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/হাসপাতাল/ মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করবে এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরাসরি বিতরণ ইউটিলিটির লাইনে সরবরাহ করবে।

xvi. সোলার সিস্টেমের নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ভবনের ছাদের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানের ছাদে সিস্টেম স্থাপন করা হবে সেই প্রতিষ্ঠান এই বিষয় নিশ্চিত করবে। একই সাথে পরিষ্কারকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত চুক্তিতে স্পষ্ট করতে হবে। প্রয়োজনে সোলার সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা তৃতীয় পক্ষ নিয়োগ করতে পারবে।

vii. সিস্টেম থেকে সম্ভাব্য কার্বন ক্রেডিট অর্জনে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান কার্বন ক্রেডিট থেকে অর্জিত অর্থের অংশ পাবে। বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রণীতব্য একটি নীতিমালার আওতায় প্রাপ্য কার্বন তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।

viii. বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি, বেসরকারি বিনিয়োগকারী এবং যে প্রতিষ্ঠানের ছাদে সিস্টেম স্থাপন করা হবে তাদের সম্পাদিতব্য চুক্তিতে বিদ্যুৎ এর ট্যারিফ এবং ছাদ ভাড়া সংক্রান্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ix. চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হওয়ার পর যদি কোন প্রতিষ্ঠান উক্ত সিস্টেমে যুক্ত হতে চায়, তবে চুক্তিবদ্ধ সকল পক্ষের যথাযথ অনুমোদনক্রমে এই অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যাবে।

x. এ মডেল বাস্তবায়নে যে কোন ধরনের অস্পষ্টতা/বিরোধ থাকলে উপজেলা বা জেলা পর্যায়ের কারিগরি ও সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে তা সমাধান করতে হবে। কোন কারণে এই কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে, কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সহযোগিতায় বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

মডেল ৩: Third Party OpEx Model (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছাদ, বেসরকারি বিনিয়োগকারীর অর্থায়ন এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির ব্যবস্থাপনা)

এই মডেলে স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছাদে বেসরকারি বিনিয়োগকারীর অর্থায়নে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির বিতরণ নেটওয়ার্কের মানমাত্রা অনুসরণে সিস্টেম স্থাপন করতে পারবে। উক্ত সিস্টেম স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা-২০২৫ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে উন্মুক্ত দর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুতের ট্যারিফের হার ও অন্যান্য কারগরি দিক বিবেচনাপূর্বক বেসরকারি বিনিয়োগকারী নির্বাচন করবে।

১। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

i. এ মডেলে স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ব্যয় বেসরকারি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

ii. এই সিস্টেম হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রথমত স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হবে এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরাসরি সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি নেটওয়ার্কে সরবরাহ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের উৎপাদিত বিদ্যুতের ট্যারিফ (ভ্যাট-ট্যাক্স ব্যতীত) বাল্ক ট্যারিফ হবে, যা সর্বোচ্চ ৮.৮৯ টাকা (বর্তমান ডেসকো এর বাল্ক ট্যারিফ+হুইলিং চার্জ) এর বেশি হবে না। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আওতাভুক্ত এলাকার জন্য ট্যারিফ = বিআরইবির বাল্ক ট্যারিফ + হুইলিং চার্জ।

iii. সিস্টেম স্থাপন ও বিতরণ ইউটিলিটির নেটওয়ার্কের সঙ্গে ইন্টিগ্রেশন করতে বিদ্যমান নেটওয়ার্কের কোন পরিবর্তন বা সংস্কারের প্রয়োজন হলে বিনিয়োগকারী নিজ খরচে ও উদ্যোগে সম্পন্ন করবে।

iv. চুক্তি মেয়াদকালীন কোন যন্ত্রপাতির পরিবর্তন প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিনিয়োগকারী এ সংক্রান্ত সকল ব্যয় বহন করবে। এ বিষযটি ওএন্ডএম চুক্তিতে সুস্প   আকারে উল্লেখ থাকতে হবে।

v. স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছাদের আয়তন বেশি থাকলে অনুমোদিত লোডের তুলনায় অধিক ক্ষমতার সোলার সিস্টেম স্থাপন করা যাবে।

vi. মডেলটি আর্থিক ও কারিগরিভাবে টেকসই করার জন্য কয়েকটি স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে ন্যূনতম ০১(এক) মেগাওয়াটের প্যাকেজ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ খরচে ও বাস্তবতার নিরিখে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাদের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করে সিস্টেমের সাইজ ও ডিজাইন নির্ধারণ করবে।

vii. এই সিস্টেম হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট বিতরণ ইউটিলিটি প্রথমে স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/হাসপাতাল/ মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করবে এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরাসরি বিতরণ ইউটিলিটির লাইনে সরবরাহ করবে।

viii. সিস্টেমের চুক্তি প্রাথমিকভাবে ২০ বছর হবে। পরবর্তীতে বিতরণ ইউটিলিটি আলোচনা সাপেক্ষে করণীয় নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ix. চুক্তি বাতিলের জন্য Exclusion Charge প্রদান সাপেক্ষে সকল পক্ষের মধ্যস্থতায় চুক্তির অবসান করা যাবে। সেক্ষেত্রে চুক্তিতে/দরপত্রে Exclusion Charge এর পরিমাণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

x. বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি, বেসরকারি বিনিয়োগকারী এবং যে প্রতিষ্ঠানের ছাদে সিস্টেম স্থাপন করা হবে তাদের সম্পাদিতব্য চুক্তিতে বিদ্যুৎ এর ট্যারিফ ও ছাদ ভাড়া সংক্রান্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

xii. সিস্টেম থেকে সম্ভাব্য কার্বন ক্রেডিট অর্জনে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান কার্বন ক্রেডিট থেকে অর্জিত অর্থের অংশ পাবে। বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রণীতব্য একটি নীতিমালার আওতায় প্রাপ্য কার্বন তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।

xiii. চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হওয়ার পর যদি কোন প্রতিষ্ঠান উক্ত সিস্টেমে যুক্ত হতে চায়, তবে চুক্তিবদ্ধ সকল পক্ষের যথাযথ অনুমোদনক্রমে এই অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যাবে।

xiv. মডেল বাস্তবায়নে যে কোন ধরনের অস্পষ্টতা/বিরোধ থাকলে উপজেলা বা জেলা পর্যায়ের কারিগরি ও সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে তা সমাধান করতে হবে। কোন কারণে এই কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে, কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সহযোগিতায় বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

মডেল ৪: General OpEx Model (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান একক/সম্মিলিতভাবে দরপত্র আহ্বান করবে)

এই উদ্যোগের মাধ্যমে সকল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য স্থাপনার ছাদে একক বা সম্মিলিত দরপত্রের মাধ্যমে রুফটপ সোলার স্থাপন করা যাবে। প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ ছাদের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী এককভাবে অথবা সম্মিলিত দরপত্রের মাধ্যমে রুফটপ সোলার সিস্টেম হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে।

এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য স্থাপনার কোন আর্থিক ব্যয় হবে না। নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠান (বিনিয়োগকারী) নিজস্ব অর্থায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য স্থাপনার ছাদে সিস্টেম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার বাল্ক বিদ্যুৎ মূল্যহারের চেয়ে কম দামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য স্থাপনাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য স্থাপনার বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হবে।

যথাযথ বিধিবিধান অনুসরণ করে নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক, ইডকল, বিআইএফএফএল, বানিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

১। সোলার বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ:

i. আগ্রহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য স্থাপনা পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে উন্মুক্ত টেন্ডারের (এক ধাপ দুই খাম) মাধ্যমে প্রাইভেট কোম্পানী/এনজিও থেকে রুফ-টপ সোলার সিস্টেম হতে উৎপাদিত বিদ্যুতের সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরদাতার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা হবে।

ii. সোলার বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারণের মানদন্ড হবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার বাল্ক বিদ্যুৎ মূল্যহারের তুলনায় কত শতাংশ কমে (ডিসকাউন্টে) বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে তার ওপর। বিদ্যুৎ সরবরাহের এই হার হবে একক এবং এটি সিস্টেম হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরুর তারিখ হতে পরবর্তী ২০ (বিশ) বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে। বিদ্যুতের মূল্যহার পরিবর্তনের সঙ্গে এই রেটটিও পরিবর্তিত হবে।

iii. সিস্টেমের চুক্তি প্রাথমিকভাবে ২০ (বিশ) বছর হবে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান আলোচনা সাপেক্ষে করণীয় নির্ধারণপূর্বক এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

iv. এই সিস্টেম হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রথমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য স্থাপনা নিজে ব্যবহার করবে এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরাসরি বিতরণ সংস্থার গ্রীডে সরবরাহ করবে।

v. সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য স্থাপনা যদি প্রাইভেট কোম্পানি/এনজিও'র মাধ্যমে সিস্টেম স্থাপন করে তাহলে সিস্টেম স্থাপনের পূর্বে তাকে নেট মিটার স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে, সিস্টেম স্থাপনের জন্য নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

vi. রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, সোলার প্যানেল পরিষ্কার করা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের (বিনিয়োগকারী)। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য স্থাপনা এ সকল ক্ষেত্রে নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক নিয়মিত ছাদে গমন নিশ্চিতকরণসহ আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান করবে।

vii. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য স্থাপনাকে রুফটপ সোলার সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সোলার সিস্টেম বা তার যন্ত্রাংশ/সরঞ্জামাদি হারিয়ে গেলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য স্থাপনাকে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

viii. সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/প্রাইভেট কোম্পানি/এনজিও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন করতে পারে অথবা সিস্টেম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করতে পারবে।

ix. বিদ্যুতের বিল নির্ধারণ এবং বিল প্রদান: সোলার প্যানেল থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইনভার্টার হয়ে মিটারের (M-২) মাধ্যমে গ্রাহকের লোডে যাবে। অতিরিক্ত বিদ্যুৎ নেট মিটার (M-১) হয়ে গ্রিডে রপ্তানি হবে। M-২ মিটারের রিডিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য স্থাপনা নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানকে ধার্যকৃত রেটে প্রতিমাসে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করবে। পাশাপাশি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য স্থাপনা M-১ মিটারের রিডিংয়ের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাকে প্রতিমাসে বিল পরিশোধ করবে। এ মিটারে গ্রিড হতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ আমদানি করা হবে এবং যে পরিমাণ সোলার বিদ্যুৎ রপ্তানি করা হবে উভয়ের রিডিংই পাওয়া যাবে।

x. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য স্থাপনা যে পরিমাণ বিদ্যুৎ গ্রিড হতে আমদানি করবে তা হতে গ্রিডে যে পরিমাণ সেলার বিদ্যুৎ রপ্তানি করবে তা বাদ দিয়ে বিতরণ-সংস্থাকে বিল প্রদান করবে। তবে, আমদানিকৃত বিদ্যুতের চেয়ে রপ্তানিকৃত বিদ্যুতের পরিমাণ বেশি হলে নেট রপ্তানিকৃত বিদ্যুতের জন্য সংশ্লিষ্ঠ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা হতে বিল পাবে।

xi. সিস্টেমে ব্যবহৃত মিটারগুলো নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিলিং করতে হবে। ইনভার্টারগুলোর মাধ্যমে অনলাইনে যাতে সিস্টেমের উৎপাদিত বিদ্যুৎ মনিটরিং করা যায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

xii. আর্থিক ও কারিগরিভাবে টেকসই করার জন্য কয়েকটি স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট/হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে ন্যূনতম ০১(এক) মেগাওয়াটের প্যাকেজ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ খরচে ও বাস্তবতার নিরিখে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাদের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করে সিস্টেমের সাইজ ও ডিজাইন নির্ধারণ করবে।

xiii. সৌরবিদ্যুৎ সিস্টেমগুলো ব্যাটারিবিহীন ও গ্রিডে সংযুক্ত হবে। তবে চাহিদার ভিত্তিতে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য স্থাপনায় ব্যাটারি যুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/প্রাইভেট কোম্পানী/এনজিও হতে প্রাপ্ত ট্যারিফ সরকার নির্ধারিত ট্যারিফের চেয়ে বেশি হবে।

xiv. সিস্টেম থেকে সম্ভাব্য কার্বন ক্রেডিট অর্জনে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান কার্বন ক্রেডিট থেকে অর্জিত অর্থের অংশ পাবে। বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রণীতব্য একটি নীতিমালার আওতায় প্রাপ্য কার্বন তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।

xv. চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হওয়ার পর যদি কোন প্রতিষ্ঠান উক্ত সিস্টেমে যুক্ত হতে চায়, তবে চুক্তিবদ্ধ সকল পক্ষের যথাযথ অনুমোদনক্রমে এই অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যাবে।

xvi. এ মডেল বাস্তবায়নে যে কোন ধরনের অস্পষ্টতা/বিরোধ থাকলে উপজেলা বা জেলা পর্যায়ের কারিগরি ও সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে তা সমাধান করতে হবে। কোন কারণে এই কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে, কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সহযোগিতায় বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

'জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি' সংশ্লিষ্ট সকল পত্র যোগাযোগ বা প্রাক্কলন/প্রতিবেদন যথাযম্ভব কাগজের ব্যবহার সীমিত করে ইমেইল/ডি-নথির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করার অনুরোধ করা হলো।

সাধারণ নির্দেশনাবলীঃ

i. জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ এই কর্মসূচি এবং এর বাস্তবায়নের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অবহিতকরণের লক্ষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে দুইজন করে কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। কর্মকর্তাবৃন্দ এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর স্ব স্ব মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তরসমূহে এ কর্মসূচি নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

ii. এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য দেশব্যাপী দক্ষ লোকবল-এর প্রয়োজন হবে এবং এজন্য দেশব্যাপী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)-এর মাধ্যমে সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির সহযোগিতায় সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ (ToT) আয়োজন করবে। এছাড়াও, প্রতিটি জেলা থেকে মনোনীত ৫ জন কর্মকর্তাকে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষিত এই সকল কর্মকর্তা স্ব স্ব জেলায় গিয়ে নিজস্ব জনবল, স্থানীয় বেকার নারী ও পুরুষ এবং ইলেকট্রিশিয়ানদের এ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। এই প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রয়োজনে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গ্রহণ করা যাবে।

iii. কোন প্রতিষ্ঠান এর রুফটপ সোলার সিস্টেমে কোন সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার কল সেন্টারে জানাতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা আউটসোর্সের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইলেকট্রেশিয়ানের সহযোগিতায় গ্রাহক পর্যায় থেকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের সমাধান করতে পারবে।

iv. প্রত্যেক বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি মাসিক সমন্বয় সভায় জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করবে এবং অধীনস্থ কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করবে এবং বিদ্যুৎ বিভাগকে অবহিত করবে।

v. সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের মাধ্যমে আওতাধীন দপ্তরসমূহে স্থাপিত রুফটপ সোলার সিস্টেম দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাংখিত সাশ্রয়/ সুফলের বিষয়টি মনিটর করবে।

vi. স্রেডা তার ওয়েবসাইটে প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর সোলার সিস্টেম সংশ্লিষ্ট সকল মালামালের বাজার মূল্য ও স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন হালনাগাদ করবে।

vii. বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্য প্রযুক্তি শাখা ‘রুফটপ সোলার ক্যালকুলেটর’ এবং নেট মিটারিং অনলাইন এপ্লিকেশনের সোর্সকোড সংরক্ষণ, ওয়েবসাইটে হোস্টিং, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিমার্জন করবে।

কারগরি নির্দেশনাবলীঃ

i. রুফটপ সোলার সিস্টেমে ব্যবহৃত মিটারগুলো সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের উপস্থিতিতে যৌথভাবে সিলিং করতে হবে। বিলের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার স্বার্থে মিটারিং সিস্টেমটি বিদ্যমান AMR/SCADA সাপোর্টেড হতে হবে। ইনভার্টারগুলোর মাধ্যমে অনলাইনে সিস্টেমের উৎপাদিত বিদ্যুৎ যেন মনিটরিং করা যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। সকল পক্ষ প্রতিমাসের ০১ তারিখে মিটার রিডিং গ্রহণ করবে ও তদানুযায়ী অনুযায়ী বিল প্রস্তুত করবে।

ii. উদ্যোগ 'ক' এর ক্ষেত্রে নেট মিটারিং গাইডলাইন – ২০২৫ অনুযায়ী বিল প্রস্তুত করতে হবে।

iii. কোন অবস্থায় যদি স্থাপিত সিস্টেমের ক্ষমতা ৫ মে.ও. এর বেশি হয় এবং সিস্টেম ৩৩ কেভির উর্ধ্বে বিতরণ নেটওয়ার্কে ইন্টিগ্রেশনের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি, বিনিয়োগকারীকে বিদ্যুৎ বিল প্রদান করবে এবং মোট এক্সপোর্ট ইউনিটের পরিমাণ বিপিডিবি হতে ইউটিলিটির বাল্ক ইমপোর্টের সাথে সমন্বয় করবে।

iv. বিদ্যুৎ ডেলিভারি পয়েন্টে পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৯০ ল্যাগিং বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় MVAR উৎপন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

v. পিজিবি পিএলসি সোলার ইন্টিগ্রেশনের গ্রিড ইমপ্যাক্ট স্টাডি করবে। পাশাপাশি গ্রিড কোড ও ডিসট্রিবিউশন কোড তৈরির বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

‘জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি’ বাস্তবায়নে দক্ষ জনবল প্রস্তুতের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাঃ

গ্রুপ	পদ্ধতি	স্থান ও সময়	প্রশিক্ষণ মডিউল	প্রশিক্ষক
মন্ত্রণালয়/বিভাগ	- এক দিনের প্রশিক্ষণ - প্রতি মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে দুইজন প্রতিনিধি - প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে ৬ ব্যাচে ১৮০ জনের প্রশিক্ষণ - প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ নিজ নিজ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।	বিদ্যুৎ ভবন আগস্ট	১। নবায়নযোগ্য জ্বালানির গুরুত্ব ২। জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি এবং এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ৩। CAPEX, OPEX ও অন্যান্য বিজনেস মডেল ৪। সোলার সিস্টেম প্রযুক্তি ও স্থাপনের বিষয়ে মৌলিক ধারণা প্রদান ৫। কেইস স্টাডি/গ্রুপ ওয়ার্ক	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/স্রেডা
জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ	- এক দিনের প্রশিক্ষণ - প্রতি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে দুইজন এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে দুইজন প্রতিনিধি - ১১ টি জেলায় ক্লাস্টার পদ্ধতিতে এই প্রশিক্ষণ হবে। - ৬৪ জেলায় ৪ জন করে মোট ২৫৬ জন - প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ নিজ নিজ উপজেলা ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।	(৮ বিভাগীয় জেলা ও ফরিদপুর, যশোর, কুমিল্লা) আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর	১। নবায়নযোগ্য জ্বালানির গুরুত্ব ২। জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি এবং এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ৩। CAPEX, OPEX ও অন্যান্য বিজনেস মডেল ৪। সোলার সিস্টেম প্রযুক্তি ও স্থাপনের বিষয়ে মৌলিক ধারণা প্রদান ৫। কেইস স্টাডি/গ্রুপ ওয়ার্ক ৬। নাগরিক সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/স্রেডা
বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি	- স্রেডা ও সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার হেল্পডেস্কে কর্মরত সকল কর্মচারি - ১ দিন - বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার পর্যায়ে ৪ জন – ২ দিন - বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির পরিদর্শক পর্যায়ে (চাহিদা অনুযায়ী) প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ নিজ নিজ উপজেলা ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।	বিদ্যুৎ ভবন আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর	১। নবায়নযোগ্য জ্বালানির গুরুত্ব ২। জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি এবং এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ৩। CAPEX, OPEX ও অন্যান্য বিজনেস মডেল ৪। সোলার সিস্টেম প্রযুক্তি ও স্থাপনের বিষয়ে মৌলিক ধারণা প্রদান ৫। কেইস স্টাডি/গ্রুপ ওয়ার্ক ৬। সাইট প্রস্তুতকরণ ও নকশা ৭। স্থাপন, নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ ৮। বিজনেস মডেল ও বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও করণীয়	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/স্রেডা

গ্রুপ	পদ্ধতি	স্থান ও সময়	প্রশিক্ষণ মডিউল	প্রশিক্ষক
ইপিসি ঠিকাদার	পিডিবি কর্তৃক EOI এর মাধ্যমে নির্বাচিত সকল ইপিসি ঠিকাদারের প্রতিনিধি - ৫ দিনের প্রশিক্ষণ - ৫০ জন করে প্রতি ব্যাচ	বিদ্যুৎ ভবন সেপ্টেম্বর	১। নবায়নযোগ্য জ্বালানির গুরুত্ব ২। জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি এবং এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ৩। CAPEX, OPEX ও অন্যান্য বিজনেস মডেল ৪। সোলার সিস্টেম প্রযুক্তি ও স্থাপনের বিষয়ে মৌলিক ধারণা প্রদান ৫। কেইস স্টাডি/গ্রুপ ওয়ার্ক ৬। সাইট প্রস্তুতকরণ ও নকশা ৭। স্থাপন, নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ ৮। বিজনেস মডেল ও বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও করণীয়	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/স্রেডা
ইলেকট্রিশিয়ান পুল	প্রতি উপজেলা থেকে ১০ জন করে মোট ৫০০০ জন।	নিজ উপজেলা সেপ্টেম্বর	মডিউল প্রস্তুতির কাজ চলমান	বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/ কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ
তরুণ ও নারী উদ্যোক্তা ও ইলেকট্রিশিয়ান	- ৩৬০ ঘন্টা - আনুমানিক ৫০০০ তরুণ ও নারী উদ্যোক্তা ও ইলেকট্রিশিয়ান তৈরি করা হবে।	প্রত্যেক জেলা সেপ্টেম্বর থেকে চলবে।	এনএসডিএ কর্তৃক মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে।	দেশের সকল পলিটেকনিক্যাল সমূহ এই প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
সেমিনার - ০১	বিদ্যুৎ বিভাগ	আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর	জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি অবহিতকরণ	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/স্রেডা
সেমিনার - ০২	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ			
সেমিনার - ০৩	সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি			

'জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি' বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি

১.	অতিরিক্ত সচিব, নবায়নযোগ্য জ্বালানি অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ।	সভাপতি
২.	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি)	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি.	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি.	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি.	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি	সদস্য
১১.	সিনিয়র সহকারী সচিব, নবায়নযোগ্য জ্বালানি-২	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

১। সারা দেশে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা, পর্যবেক্ষণ, পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান।

২। সারা দেশ থেকে আগত বিভিন্ন দলিলাদি সংরক্ষণ।

৩। কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোন অস্পষ্টতা থাকলে তা দূরীকরণ।

৪। এই কর্মসূচি সংক্রান্ত বিরোধ, উপজেলা বা জেলা কারগরি ও সমন্বয় কমিটিতে সমধান না হলে তা মীমাংসা।

৫। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

‘জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি’ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ের কারিগরি ও সমন্বয় কমিটি

১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২.	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৪.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ	সদস্য
৩.	সিভিল সার্জন	সদস্য
৪.	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	সদস্য
৫.	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ	সদস্য
৬.	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল	সদস্য
৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল	সদস্য
৯.	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য
১০.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভাসমূহ	
১১.	বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানির জেলা প্রধান (যদি একাধিক থাকে)	সদস্য
১২.	সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানির জেলা প্রধান (যে প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক সংখ্যা বেশি)	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

১। সংশ্লিষ্ট জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা, পর্যবেক্ষণ, পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান।

২। নিজ জেলা ও আওতাধীন উপজেলা থেকে আগত বিভিন্ন দলিলাদি সংরক্ষণ।

৩। কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোন অস্পষ্টতা থাকলে তা দূরীকরণ।

৪। ‘জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি’ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটিকে জেলার কার্যক্রম অবহিতকরণ।

৫। এই কর্মসূচি সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা। প্রয়োজনে সমাধান এর জন্য ‘জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি’ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটিতে প্রেরণ।

৬। গ্রিড সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা হলে জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি সংক্রান্ত গ্রিড স্ট্যাবিলিটি কমিটিকে অবহিতকরণ।

৭। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তার অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

৮। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

‘জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি’ বাস্তবায়নে উপজেলা পর্যায়ের কারিগরি ও সমন্বয় কমিটি

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২.	একটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ (উপজেলা নির্বাহী অফিসার মনোনীত)	সদস্য
৩.	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
৪.	অফিসার ইন চার্জ	সদস্য
৫.	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
৬.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৭.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৮.	একটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৯.	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
১০.	বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানির উপজেলা প্রধান (যদি একাধিক থাকে)	সদস্য
১১.	সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানির উপজেলা প্রধান (যে প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক সংখ্যা বেশি)	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

১। সংশ্লিষ্ট উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা, পর্যবেক্ষণ, পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান।

২। এ কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিলাদি সংরক্ষণ।

৩। কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোন অস্পষ্টতা থাকলে তা দূরীকরণ।

৪। ‘জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি’ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জেলা পর্যায়ের কারিগরি ও সমন্বয় কমিটিকে উপজেলার কার্যক্রম অবহিতকরণ।

৫। এই কর্মসূচি সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা। প্রয়োজনে সমাধান এর জন্য জেলা পর্যায়ের কারিগরি ও সমন্বয় কমিটিতে প্রেরণ।

৬। গ্রিড সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা হলে জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি সংক্রান্ত গ্রিড স্ট্যাবিলিটি কমিটিকে অবহিতকরণ।

৭। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তার অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

৮। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি বাস্তবায়নে গ্রিড স্ট্যাবিলিটি সংক্রান্ত কমিটি

১.	নির্বাহী প্রকৌশলী, এনওডি, এলডিসি, পিজিবি পিএলসি	সভাপতি
২.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি.	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি.	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি.	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি	সদস্য
৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী, আইএমডি, এলডিসি, পিজিবি পিএলসি	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি

১। জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি বাস্তবায়নে গ্রিডে কোন প্রভাব পড়ছে কি না তা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ।

২। গ্রিড সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা দূরীকরণ/সমাধানে পরামর্শ প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩। কমিটির সকল সভার কার্যবিবরণী বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ।

৪। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

উদ্যোগ ‘ক’ এর আওতায় প্রাপ্ত প্রস্তাব যাচাই-বাছাইকরণ কমিটি

০১	বাবিউবো এর প্রধান প্রকৌশলী পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা	সভাপতি
০২	সিনিয়র সহকারী সচিব (নবায়নযোগ্য জ্বালানি - ১ শাখা), বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
০৩	সিনিয়র সহকারী সচিব (নবায়নযোগ্য জ্বালানি - ২ শাখা), বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
০৪	বাপবিবো এর প্রতিনিধি (নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা)	সদস্য
০৫	ডেসকো এর প্রতিনিধি (নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা)	সদস্য
০৬	ডিপিডিসি এর প্রতিনিধি (নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা)	সদস্য
০৭	উপপরিচালক (সোলার), স্রেডা	সদস্য-সচিব

কমিটি কার্যপরিধি:

(১) জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে আগত প্রাক্কলন যাচাই-বাছাই।

(২) জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি বাস্তবায়ন গাইডলাইন অনুযায়ী সকল শর্ত পূরণ করা হয়েছে কি না তা নিশ্চিতকরণ।

(৩) প্রাক্কলনে যে সকল আর্থিক খাত উল্লেখ নেই তা চিহ্নিতকরণ ও অন্তর্ভুক্তকরণ।

(৪) প্রাক্কলন যাচাই এবং আর্থিক খাত অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ।

(৫) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং অর্থ বিভাগের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন।

(৬) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।